প্রবন্ধ

অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

অধ্যাপক মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম

ক্বাদ জা-আকুম মিনাল্লা-হি নূরুঁ ওয়া কিতাবুম মুবীন।

[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত - ১৫]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শেফায় লিখেছেন - হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন গুণাবলী, সত্তা, বিধান ও খবর সমূহের প্রকাশস্থল। এ কারণে এটা 'ওয়াও' অব্যয়পদ দ্বারা সংযোজিত পরবর্তী শব্দটি পূর্ববর্তী তাফসীর বা ব্যাখ্যা কারীও হতে পারে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর এভাবে যে, তিনি প্রথম আল্লাহর মহান সত্তার নূরের ঝলক থেকে ফয়যপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হন, এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য লোকেরা ফয়য লাভ করে থাকে। হুযূর আল্লাহ'র নূর, কিন্তু যখন মানবীয় আকৃতিতে থাকেন তখন আহারও করেন পানও করেন। বিয়ে শাদীও করেন। কিন্তু 'সওম-ই ভিসাল' পালনে কষ্ট না হওয়া 'নূর' হবারই আলোকজ্জ্বল প্রমাণ।

[বি.দ্রঃ উল্লেখ মাঝখানে ইফতার ও সাহরী ব্যতীরেকে কয়দিন রোযা পালন করাকে সওমে ভিসাল বলা হয়। ওটা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য]

একথাও প্রতিভাত হয় যে, কেউ নূরে মুহাম্মদীকে নেভাতে পারবে না। কেননা, তা আল্লাহর 'নূর'।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র ক্বোরআনে নবীকে নাম ধরে ডাকেননি। আল্লাহ্ তাঁকে 'হে নবী', 'হে রাসূল' ইত্যাদি উপাধিসহকারে সম্বোধন করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল এটা জানতেন যে, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে আসবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকল নবী-রাসূলের নিকট স্বীকৃত। তাই তো দেখা যায় কোন নবী মুসীবতে মহান আল্লাহর দরবারে তার নামের ওসিলায় দোয়া করে নাজাত পেয়েছেন। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম আমাদের নবী'র শুভাগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। পবিত্র ক্বোরআনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলেছিলেন 'হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ'র রাসূল, আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে, রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদ-দাতা। [সূরা সাফফ, আয়াত- ৬]

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র ঘোষণায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নাম 'আহমদ' বলা হয়েছে। 'আহমদ' শব্দের অর্থ যিনি আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী, আর মুহাম্মদ মানে যার প্রশংসা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ কর্তৃক প্রশংসিত, সেহেতু তিনি সর্বাধিক প্রশংসিত। তদুপরি; আল্লাহর সৃষ্টি জাতিও তাঁর প্রশংসা করে। আল্লামা কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উল্লেখ করেন, তিনি দুনিয়াতে সর্বাধিক প্রশংসিত। কারণ তাঁর মাধ্যমে হিদায়ত দেয়া হয়েছে এবং তাকে ইলম ও হিকমতসহ পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে উপকৃত করা হয়েছে। এমনিভাবে আখিরাতেও শাফায়াতের জন্য তিনি হবেন প্রশংসিত। সুতরাং তিনি প্রশংসাকারী তথা 'আহমদ' আর তিনি প্রশংসিত তথা 'মুহাম্মদ'। তাছাড়া 'আহমদ' বলেই তিনি 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[কুরতুবী ১৮খণ্ড]

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাওরাতে আমার নাম 'আহ্ইয়াদ' (রক্ষাকারী) কারণ আমার উম্মতকে আমি জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করব। যাবুরে আমার নাম 'মাহী' (বিলুপ্তকারী) কারণ, আল্লাহ্ পাক আমার দ্বারা মূর্তি পূঁজা বিলুপ্ত করেন। ইঞ্জিলে আমার নাম 'আহমদ' এবং ক্বোরআনে করীমে আমার নাম 'মুহাম্মদ' । কেননা আমি আসমান ও দুনিয়াবাসীর মধ্যে প্রশংসিত।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তার অটোবায়োগ্রাফিতে বলেছেন. "আমি আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন করি এবং পূত পবিত্র ও দিব্য প্রেরণাদীপ্ত মুহাম্মদকে আর পবিত্র ক্বোরআনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাহিত্যিক মাইকেল হার্ট তাঁর দ্য হানড্রেড গ্রন্থে বলেন, 'মুহাম্মদকে আমি বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীদের তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছি। এতে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ও ধর্ম

বর্হিভূত উভয় ক্ষেত্রে এক যোগে বিপুলভাবে ও সর্বাধিক সফলকাম হয়েছেন।'' ইংরেজ কবি জন কীটস বলেন, 'পৃথিবীর যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু মহৎ ও সুন্দর সবই নবী মুহাম্মদ। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।' ইউরোপের প্রখ্যাত দার্শনিক সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাডশ মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, ''আমি মুহাম্মদকে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মুহাম্মদের ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে- যেমন আজকের ইউরোপ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।'' জার্মানির প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ পণ্ডিত ড. গুল্লাভ উইল মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'বিশ্বে আইনদাতা ও সমাজ সংস্কারকের মূর্ত প্রতীক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ষ্টানলি লেনপুল বলেছেন, 'ধর্ম ও সাধুতার প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ। তিনি অদ্ভূত শক্তিতে, হৃদয়ের উষ্ণতায়, অনুভূতির মাধুরি ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন বিশিষ্ট। জীবনে তিনি কাউকে কখনো আঘাত করেননি ..... তিনি (মুহাম্মদ দ.) বলেছিলেন 'কাউকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়নি, প্রেরিত হয়েছি বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ।' প্রাচ্য পণ্ডিত গিব তাঁর মুহাম্মডেনিজম শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থে বলেছেন, ''আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে, মুহাম্মদ নারীদের উচ্চতর মার্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।'' ফরাসী দেশীয় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ্ প্রফেসর লামার্টিন তাঁর তুরস্কের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব'' উপায় উপকরণে স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা এ, তিনটি বিষয় যদি মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয় তাহলে ইতিহাসের অন্য কোনো মহামানবকে এনে মুহাম্মদের সঙ্গে তুলনা করবে এমন কে আছে? দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, আদর্শ বিজেতা, মানবিক রীতিনীতির প্রবর্তনকারী এবং একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্য ও ২০টি জাগতিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনি মুহাম্মদ। তিনি বিনম্র, তবু নির্ভীক, শিষ্ট তবু সাহসী, ছেলে মেয়েদের প্রতি মহা স্নেহশীল তবু বিজ্ঞজন পরিবৃত, তিনি সব চেয়ে সম্মানিত সব চেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তার ভ্রাতৃসুলভ, দয়ার্দ্র, অতিথি পরায়ণ, উদার এবং নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, তাছাড়া খুনী, কুৎসা রটনাকারী, অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার বিরুদ্ধে। ধৈর্যে, বদনান্যতায়, পরোপকারীতায়, কৃতজ্ঞতায়, মা-বাবা ও গুণীজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্ম প্রচারক।''

ডব্লিউ মন্টোগুমারি ওয়াট বলেছেন, ''মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক সংস্কারক, এমনকি নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক নিরপত্তার এক নতুন পরিবার সংগঠন, আর উভয়টি ছিল পূর্বেকার ব্যবস্থার উপর বিরাট উন্নতি সাধন।''

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর হিট্টি মহানবী সম্পর্কে বলেছেন, ''মুহাম্মদ তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য হতে এমন একটি জাতি ও ধর্মের প্রবর্তন করলেন যার ভৌগিলিক প্রভাব খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরও অতিক্রম করল। মানব জাতির এক বিপুল অংশ আজও তাঁর অনুসারী, অমায়িক ব্যবহার, অনুপমভদ্রতা ও মহৎ শিক্ষা দ্বারা তিনি আরব জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কখনো ন্যায় নীতি ও পূণ্যের পথ পরিহার করেননি। তিনি কখনো ওয়াদা খেলাপ করেননি বরং কাউকে প্রতারিত করেননি। এমনকি তার আজীবন শত্রু যারা তাঁকে দেশ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল চূড়ান্ত বিজয়ে তিনি প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করে দেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি কাউকে শাস্তি দেননি। দেশের শাসনকর্তা হয়েও তিনি আগের মত গরীবী জীবনযাপন করতেন। ফলে মৃত্যুকালে তাঁর ওয়ারিশদের জন্য কিছুই রেখে যাননি।''

তাছাড়া, প্রাচীন ধর্মগুলোর অন্যতম বৌদ্ধধর্ম, যার প্রচারক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ (৪৮৫-৫৬৭ খ্রিস্ট পূর্ব) এই ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ 'দিগণিশিয়াকা'তে বলা হয়েছে, ''মানুষ যখন বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আরেক জন মহামানব আসবেন, যাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।'' এটা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদের উপদেশ দেবে?'' বুদ্ধ বললেন, ''আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। সময়মত আর একজন মহামানব আসবেন। আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিক আলোকপ্রাপ্ত হবেন।'' সম্প্রতি হিন্দি ভাষায়

প্রকাশিত একটি গবেষণা পুস্তক সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পুস্তকটির নাম 'কালকি আওতার' (Kalki Autar) যার অর্থ হচ্ছে বিশ্ব জাগতের ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শক বা ধর্ম প্রচারক । এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের লেখক একজন বাঙালি এবং তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি হলেন অধ্যাপক পণ্ডিত বৈদ্য প্রকাশ। হিন্দু ব্রাহ্মণ এ লেখক সংস্কৃত ভাষার একজন পণ্ডিত ও গবেষক। কঠোর চেষ্টা ও শ্রমসাধ্য এই গবেষণা কর্মটি পণ্ডিত বৈদ্য প্রকাশ মনোভাব যাচাইয়ের জন্য ভারতের আটজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতাগণ গবেষণা কর্মটির বিস্তারিত নিরীক্ষণ করেন এবং গবেষণার ফলাফল প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেন। ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ সমূহে ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শক ও ধর্ম প্রচারককে 'কালকি আওতার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ কালকি আওতারের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত ''কালকি আওতার' হিসেবে মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী হযরত মুতাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হিন্দু ধর্মের অনুসারীদেরকে কালকি আওতারের জন্য অপেক্ষা না করে চৌদ্দশ বৎসর পূর্বে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসারী হওয়া উচিত বলে পণ্ডিত বৈদ্য মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিত বৈদ্য প্রকাশ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত সত্যতা প্রমাণ করেছেন। পণ্ডিত বৈদ্য প্রকাশের গবেষণা থেকে কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হল।

ক. বেদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'কালকি আওতার' নিজ দেশের সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। এই উদ্ধৃতিটিও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রমাণিত, কারণ তিনি মক্কার সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. হিন্দু শাস্ত্র মতে 'কালকি আওতার' পর্বতের গুহায় ভগবানের নিজস্ব দূতের মাধ্যমে দীক্ষাপ্রাপ্ত হবেন। এই উদ্ধৃতি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ তিনি হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর দূত জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে মহান স্রষ্টার বাণী (ক্বোরআন) প্রাপ্ত হন।

গ. হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ভগবান 'কালকি আওতার'কে সবচেয়ে দ্রুতগামী একটি ঘোড়ার অধিকারী করবেন। উক্ত ঘোড়ার সাহায্যে কালকি আওতার বিশ্বজগৎ আসমান ও স্বর্গে বিচরণ করবেন। হযরত মুহাম্মদ কর্তৃক 'বোরাক্ব'-এ আরোহণ করে মিরাজ গমন কি এর সত্যতা প্রমাণ করে না? আরো অনেক উদারহণ সহ পণ্ডিত বৈদ্য উপসংহারে উল্লেখ করেন যে, (আমাদের ধর্মগ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত 'কালকি আওতার' হিসেবে পরিস্কারভাবে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর নাযিল হয়েছিল 'ক্বোরআন মাজীদ' নামে স্বর্গীয় পুস্তক। এ ছাড়া বিভিন্ন মনীষীরা স্পষ্টভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ও আদর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই বিচার দিবসে মুক্তির উপায় সন্ধান করার কথা ব্যক্ত করেছেন। 'লা-ইলাহা হরতি পাপমইল্ল ইলহা পরম পদম, জন্ম বৈকুন্ট অপ ইন্তি তজণি নাম মুহাম্মদ। অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এই কথার উপর বিশ্বাস ছাড়া পাপ মুক্তির কোন রাস্তা নেই। আল্লাহ্র আশ্রয়ই হলো প্রকৃত আশ্রয়। বৈকুণ্ঠে জন্মলাভের প্রত্যাশা করলে রবের আশ্রয় ছাড়া কোনো উপায় নেই। সে কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের অনুসরণ জরুরি (উক্ত বায়ন বেদ, আনকাহি পঞ্চম অধ্যায়) ইহুদি ধর্ম গ্রন্থ তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আমি তাদের মধ্য থেকে তাদের ভাইদের মতো একজন নবীর আবির্ভাব করব এবং আমার আদেশ তার কাছে যাবে, সে অনুযায়ী যারা চলবেনা তাদের হিসাব নেব।'

[তাওরাত পঞ্চম অধ্যায় ১৮:১৫-১৯]

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কালাম পাকে নির্দেশ দিয়েছেন, ''তোমরা আমার ও আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য কর।'' মহান আল্লাহ্ তা'আলার এ, নির্দেশ পালন করার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন।

তথ্যসূত্র:

মাওলানা জাকির হোসেন আজাদী, তৌফিকুজ্জমান, মাওলানা হাসান রহমতী

লেখক: *শিক্ষাবিদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান*